দৈনিক বাংলা

200

তারিখ ... 4/4/79 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

বিচারপতি মোরশেদের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-লিল্লাহে....রাজেউন) তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন।

সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে বর্তমানে লন্ডনে পড়াশোনা করছেন। দুজন চিকিৎসক—ডাক্তার রশিদ উদ্দিন আহমদ ও ডাক্তার জহরলাল সাহা মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার জনাব মোরশেদের গুলশান বাসভবনে ছুটে যান। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করেন।

আজ বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠানের পর বনানী গোরস্তানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হবে।

মরহুম সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ ১৯১১ সালে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯৩০ সালে তিনি অর্থনীতিতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি এমএ এবং ১৯৩৩ সালে এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৮ সাল থেকে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। উপ-মহাদেশ বিভক্তির পর ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা চলে আসেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬২ থেকে ৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের এডহক বিচারপতি ছিলেন, ১৯৬৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

একজন নির্ভীক বিচারক হিসেবে সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ আইয়ুব আমলে দেশব্যাপী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সামরিক শাসনামলেও বিচারের মানদন্ড তাঁর হাতে কলুষিত হয়নি।

প্রধান বিচারপতি পদে ইস্তফা দেয়ার পর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি বিবাদী পক্ষ সমর্থনে ভূমিকা পালন করেন, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সাথেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পেছনে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ তাঁদের অন্যতম। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের বাধার মুখেও তিনি ঢাকায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

বিচারপতি মরহুম মোরশেদ ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এ সময় তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে শিক্ষার স্বাধীনতার জন্যে কাজ করেন। ঊনসত্তরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের সময় তাঁর ভূমিকা দেশবাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানীদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান।

বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সংস্থা ও সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এসব সংস্থা ও সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বয়স্কাউট সমিতি, অগ্রগামী মফিদুল ইসলাম, রেডক্রস সোসাইটি, লায়নস ক্লাব ও রোটারী ক্লাব। তিনি বাংলাদেশ-চীন ও বাংলাদেশ-ইরান মৈত্রী সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মোরশেদের ইন্তেকাল

(১-এর পৃঃ পর)

শোক : সত্তার

বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদের মৃত্যুতে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব সাত্তার এক বাণীতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শোকবাণীতে ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন : বিচারপতি মোরশেদ ও তাঁর পরিবারকে দীর্ঘদিন ধরে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে বিচারের স্বার্থে তিনি উচ্চাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন। মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি দীর্ঘ দিন সকলের স্মরণে থাকবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করে শোকার্ত পরিবারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

মওদুদ

মনোনীত ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ মরহুম মোরশেদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এক শোকবাণীতে বলেন : একজন বিচারক হিসেবে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। উপমহাদেশের বিচারের ইতিহাসে তাঁর অবদান অম্লান হয়ে থাকবে।

স্পীকার মাজা গোলাম হাফিজ জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান অবসর প্রাপ্ত জেনারেল এম এ জি ওসমানী, লেবার পার্টি প্রধান মওলানা মতীন ও সংসদ সদস্যগণ শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে বাতে মরহুম মোরশেদের বাসভবনে যান।

আওয়ামী লীগ (মালেক) প্রধান জনাব আবদুল মালেক উকিল এক শোকবাণীতে মরহুম সৈয়দ মাহবুব মোরশেদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।